গাংনী প্রকৌশলীর ঘুষ আদায়কারী শহিদুল

গাংনী উপজেলা এলজিইডি প্রকৗশলী ফয়সাল আহমেদের সাথে থাকা শহিদুল ইসলামকে নিয়ে শুরু হয়েছে নানা আলোচনা সমালোচনা। বিভিন্ন ঠিকাদারের কাছ থেকে প্রকৌশলী ফয়সাল আহমেদের নামে ঘুষ গ্রহণ করার অভিযোগ উঠেছে শহিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে। আবার কোন কোন ঠিকাদারকে ত্রুটিপুর্ণ কাজের অজুহাত সেই সাথে সঠিক সময়ে বিল পাইয়ে দেয়ার কথা বলে শহিদুল ইসলাম উৎকোচ নিয়ে থাকেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

এ ব্যাপারে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রকৌশলীর আস্থাভাজন শহিদুল ইসলামের সাথে বাক বিতণ্ডা ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। বিষয়টি মামলা পর্যন্ত গড়ায়। শহিদুল ইসলাম প্রকল্পের চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ পেয়ে সরকারি কর্মচারি দাবী করে মামলা করায় আলোচিত হয়েছেন সর্বমহলে। তবে উপজেলা প্রকৌশলী বলেছেন, তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সঠিক নয়।

সুত্র জানায়, শহিদুল ইসলাম এলজিইডি অফিসের শিক্ষা প্রকল্প গভমেন্ট প্রাইমারি স্কুল (জিপিএস) জুনিয়র সুপারভিশন ইঞ্জিনিয়ার পদে ও পিইডিপি-৪ এর (অস্থায়ী ভিত্তিতে) চাকরিরত ছিলেন। তার বাড়ি গাংনী উপজেলার আড়পাড়া গ্রামে। তার চাকরীর মেয়াদ শেষ হবার পরও তিনি নিয়মিত অফিসে আসেন ও প্রকৌশলী ফয়সাল আহমেদের সাথে বিভিন্ন প্রকল্পের তদারকি করেন। সেই সাথে নানা অজুহাতে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ও সাপ্লাইয়ারের কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নেন। এর যথার্থ প্রমানও মিলেছে। সম্প্রতি গাংনীর মটমুড়া ইউনিয়ন ভ’মি অফিসের ভবন নির্মাণকারি মেসার্স মিঠু এন্টার প্রাইজের সত্বাধীকারি দোলোয়ার হোসেন মিঠুর কাছ থেকে বিল পাশ করিয়ে দেয়ার কথা কয়েক দফায় ঘুষ গ্রহন করেছেন। কখনো হাতে হাতে আবার কখনো অন্য মাধ্যমে এ টাকা পরিশোধ করা হয়। গত ১১ ডিসেম্বর অতিরিক্ত অর্থ দাবী করেন প্রকৌশলী ফয়সাল আহমেদ এবং ওই অর্থ শহিদুল ইসলামের নিকট প্রদান করতে বলেন। এক পর্যায়ে ঠিকাদার দেলোয়ার হোসেন মিঠু ও শহিদুল ইসলামের সাথে বাকবিতন্ডা ঘটনা ঘটে।

এ ব্যাপারে দেলোয়ার হোসেন মিঠু তার কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকৌশলী ফয়সাল আহমেদ ও তার সাথে থাকা শহিদুল

করেন। ১০ অক্টোব ২০২১ ইং তারিখে শেষ হয় ভবন নির্মান। প্রকৌশলী ফয়সাল আহমেদ যোগদানের পর তাকে ৩%, সহকারী আলাউদ্দিনকে ২%, ও সার্ভেয়ার আক্তারুজ্জামানকে ১% টাকা দিতে হয়েছে। ৮ মাস আগে ভবন নির্মাণ কাজ শেষ হলেও তা বুঝে না নিয়ে দফায় দফায় টাকা আদায়ের কৌশল আটেন শহিদুল ইসলাম।

গত ১১ ডিসেম্বর সকালে শহিদুল ইসলামকে সাথে নিয়ে উপজেলা প্রকৌশলী মটমুড়া ইউনিয়নের বাওট বাজারে নবনির্মিত ভূমি অফিসের ভবন পরিদর্শনে যান। এ সময় ঠিকাদার মিঠু উপজেলা প্রকৌশলী ফয়সাল আহমদকে ভবন হস্তান্তর নিতে অনুরোধ করেন। শহিদুল ইসলাম ১০ হাজার টাকা উপজেলা প্রকৌশলীকে দেয়ার পরামর্শ দেন। এ নিয়ে কথা কাটাকাটি একপর্যায়ে শহিদুল ইসলামের সাথে হাতাহাতির ঘটনাটি ঘটে। এতে রাগান্বিত প্রকৌশলী ফয়সাল আহমেদ বিল পরিশোধ করা হবে না বলেও জানান।

মামলার এজাহারে নিজেকে উপ-সহকারী প্রকৌশলী সরকারী কর্মকর্তা দাবি করেছেন কেন? তাছাড়া প্রকল্প সংশ্লিষ্ট না হয়েও ভূমি অফিস নির্মাণ কাজ পরিদর্শনে কেন গিয়েছিলেন? এমন প্রশ্নের জবাবে শহিদুল ইসলাম বলেন,আমি এলজিইডি উপজেলা প্রকৗশলী স্যারকে আমাকে নিয়ে গেছে। এ ব্যাপারে আমি কিছু জানি না।

উপজেলা প্রকৌশলী ফয়সাল আহমেদের কাছে শহিদুল ইসলাম সরকারী কর্মকর্তা পরিচয় দেওয়ার বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে, তিনি বলেন তিনি সরকারি প্রকল্পে কাজ করেন তাই তাকে সরকারী কর্মকর্তা বলা যায়। তবে শহিদুল ইসলামকে নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে প্রকৌশলী ফয়সাল আহমেদ অন্য কারোর কথায় কান না দিতে অনুরোধ জানান।